কাদিয়ানী রদ

প্রথম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা হাদিয়ে জামান-সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী— খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ ফকিহ শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্‌সুফী জনাব পীরজাদা মাওলানা **মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ রহঃ** এর পুত্রগণের পক্ষে মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

★ তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৯ সাল ★

সাহায্য মূল্য ১৪ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله

سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

কাদিয়ানি রদ।

প্রথম ভাগ।

মির্জ্জার মাহদী দাবি খণ্ডন।

এই কেতাব বহু খণ্ডে সমাপ্ত হইবে, এই ভাগে কেবল মির্জ্জা গোলাম আহমদ ছাহেব মাহদী হইতে পারেন কিনা, তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে। মির্জ্জা ছাহেবের বাটী পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামে, ইনি যেরূপ মাহদী হওয়ার দাবি করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার পূর্ব্বে প্রায় ২০ জন উক্ত দাবি করিয়াছিলেন।

১। জনপুরের সৈয়দ মোহাম্মদ নামক একটী লোক দশম শতাব্দীতে মাহদী হওয়ার দাবি করেন, এখনও হায়দারাবাদে তাহার অনুসরণকারিদল বর্ত্তমান রহিয়াছে।

২। মোহাম্মদ বেনে তুমারত, মগরেবের শেষ সীমায় ছুছ নামক একটী পর্ব্বত আছে, ইনি তথাকার অধিবাসী ছিলেন, ইনি বড় আলেম, ফকিহ, হাদিসের হাফেজ, অছূলে ফেক্হ ও আকায়েদ তত্ত্ববিদ, আরবি সাহিত্যিক, পরহেজগার ও দরবেশ ছিলেন, সকল সময় তিনি আদেশ নিষেধ কার্য্যে রত থাকিতেন। যখন তিনি 'মাহদিয়া' নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট একটী ছাগল ও লাঠী ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাঁহার এল্‌ম, পরহেজগারি যোগ্যতার জন্য লোক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল। সংকার্য্যের প্রচার ও অসৎকার্য্য লোপ করিতে এরূপ প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, বাদশাহ পর্য্যন্ত এই সংবাদ পৌঁছিয়া গেল। তথাকার বাদশাহ এহইয়া বেনে তমিম তাঁহাকে আলেমগণের সভায় আহ্বান করিয়া তাঁহার গুণগরিমা অবগত হইয়া বহু সম্মান করিলেন। তৎপরে তিনি মরক্কোর বাদশাহি দরবারে আলেমদের সহিত তর্কে জয়ী হইলেন। বাদশাহ তাহার উপদেশ ও বক্তৃতা শ্রবণে বিমোহিত হইলেন, কিন্তু উজিরের বারম্বর প্রস্তাবে তাঁহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তৎপরে তিনি হিজরীর ৫১৪ সনে নিজের দেশে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা শক্তি দ্বারা লোকদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং মোজাদ্দেদ ও মাহদী হওয়ার সূত্রপাত করিয়া বলিলেন, শরিয়তের অমূক অমুক আহকাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ইসলামে এই সমস্ত অনিষ্ট প্রবেশ করিয়াছে। এক বৎসরের পরে সমস্ত লোক তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়ে। এক সময় তিনি মাহদী লক্ষণ প্রকাশ করিতে করিতে বলিয়া ফেলেন যে, মাহদী মগরেবের শেষ সীমা হইতে প্রকাশিত হইবেন। এক দিবস তাঁহার বক্তৃতাকালে দশ ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, এই সমস্ত চিহ্ন আপনার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, কাজেই আপনি মাহদী, আপনার নিকট আমরা বয়য়ত করিব। তখন মোহাম্মদ বেনে তুমারত তাহাদিগকে

মুরিদ করিলেন। ইহাদের মধ্যে আবদুল মোমেন নামক এক ব্যক্তি ছিল। তৎপরে দল দল লোক তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

সেই সময়েই বাদশাহ এই সংবাদ পইয়া তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন, যখন সৈন্যদল নিকটে উপস্থিত হইল, তখন মোহাম্মদ বেনে তুমারত নিজের ভক্তদিগকে বলিল, আমি গোপনে এই স্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি, তাহা হইলে তোমরা নিরাপদে থাকিবে। বাদশাহ আমার প্রস্থান করার কথা শুনিলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার মুরিদগণের মধ্যে একজন দরবেশ ছিল, সে বলিল, আপনি কেন চলিয়া যাইবেন ? আছমানের দিক হইতে কি আশঙ্কা আছে ? তিনি বলিলেন, না, বরং আছমানের দিক হইতে সাহায্য হইবে। তখন সে ব্যক্তি বলিল, এক্ষণে যদি দুনইয়ার সমস্ত লোক আমাদের উপর আক্রমণ করে, তবে কোন ভয় নাই। তাঁহার অন্যান্য সমস্ত শিষ্য এই কথার উপর একমত হইলেন। সেই সময় এবনো-তুমারত এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, আমি তোমাদিগকে জয়ী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করিতেছি। তোমাদের অল্পসংখ্যকদল বিরুদ্ধদলের মূল উৎপাটন করিয়া ফেলিবে এবং আমরা এই রাজ্যের অধিপতি হইব। তৎপরে তাহারা পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া যুদ্ধ করিয়া বাদশাহি সৈন্যদিগকে পরাজিত করিল। ইহাতে তাহার মুরিদগণের ভক্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইল। এই সংবাদ শ্রবণে চতুর্দ্দিক হইতে বহুলোক তাহার নিকট মুরিদ হইতে লাগিল। এই মর্য্যাদার উন্নতি তাহার আন্তরিক ভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। ইনি কতকগুলি লোকের উপর সন্দিহান হইয়া ইহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। এমন কি ১২ কিম্বা ৭০ সহস্র লোককে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। তাহার একটী ভবিষ্যদ্বাণী ঘটনাক্রমে প্রতিফলিত হওয়ায় মুরিদগণের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ৫২৪ হিজরীতে তিনি কঠিন পীড়িত হন, সেই সময় একটী বৃহৎ যুদ্ধে তাহার প্রধান সহচর

দেনশারিশি মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় তিনি তাহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আবদুল মোমেন জীবিত আছে কিনা ? লোকে বলিল, হাঁ সে ব্যক্তি জীবিত আছে। তখন তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন, যদি এই ব্যক্তি জীবিত থাকে, তবে কেহ মরে নাই ধরিতে হইবে, এই ব্যক্তি বহু রাজ্য অধিকার করিবে। তৎপরে তিনি মুরিদগণকে তাহার আদেশ পালন করিতে আদেশ দেন এবং তাহাকে 'আমিরোল-মোমেনিন' উপাধি প্রদান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবদুল মোমেন চারি বৎসর নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া লোকদিগের সহিত সদ্ভাবে জীবন যাপন করার পরে যুদ্ধ করিতে ও রাজ্য অধিকার করিতে রত হয়। উক্ত মাহদীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সে যে দিকে ধাবিত হইত, সেইদিকেই জয় হইতে লাগিল, আন্দলুছিয়া ও আরব দেশে আধিপত্য বিস্তার করিল, অবশেষে ৫৫৮ হিজরীতে এন্তেকাল করে। কামেল এবনে আছির, ১০ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৩। ওবাএদুল্লাহ আলাবি, ইনি ২৯৬ হিজরীতে মাহদী হওয়ার দাবী করিয়াছিলেন, ২৯৭ হিজরীতে আফ্রিকায় পৌঁছিয়া তথাকার বাদশাহ হইয়া গেলেন এবং খুব জোরের সহিত মাহদী হরয়া প্রচার করিয়াছিলেন, চারিদিকে নিজের ইলচি (দূত) প্রেরণ করিয়াছিলেন, বহুলোক তাহার নিকট মুরিদ হইয়াছিল, রাজ্য অধিকার করিয়া জাকজমকের সহিত ২৪ বৎসরের কিছু অধিক বাদশাহি করিয়াছেন, ৬৩ বৎসর বয়সে নিজের পুত্র আবুল কাছেমকে সিংহাসনের ভাবি অধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া ৩২২ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। এবনো-খলদুন চতুর্থ খণ্ড ও কামেল এবনোল আছির ৮ম খণ্ডে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে।

৪। ছালেহ বেনে তরিফ, ১২৭ হিজরীতে নিজের পিতার সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন, ইনি নবুয়ত ও বড় মাহদী হওয়ার

দাবি করিয়াছিলেন, এঈ ব্যক্তি নিজের উপর অহি ও নূতন কোরআন নাজিল হওয়ার দাবি করিয়াছিলেন, তাহার উম্মতেরা নামাজে উক্ত কোরআনের ছুরাগুলি পাঠ করিত। এই ব্যক্তি ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া নিজের পৌত্রকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া কোথায় চলিয়া যান। এবনো খলদুন দ্রষ্টব্য।

এঈরূপ মাহদী দাবিকারী অনেক লোক গত হইয়া গিয়াছে, তাহারা অহি প্রাপ্তির দাবি করিয়াছে, কাহারও ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, কিন্তু বিদ্বান্‌গণের বিচারে তাহারা সকলেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইয়াছে, কাদিয়ানি সম্প্রদায় তাহাদিগকে প্রকৃত মাহদী বলিয়া বিশ্বাস করিবেন কি?

মির্জ্জা গোলাম আহমদ সাহেব

* প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী হইতে পারেন কিনা? *

(১) মেশকাত, ৪৭০ পৃষ্ঠা :—

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطئ اسمه اسمى رواه الترمذي و ابو داؤد *

"আবদুল্লাহ বেনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, (হজরত) রাছূলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যতক্ষণ না আমার আহ্‌লে-বয়েত (খান্দান) হইতে একব্যক্তি আরবের অধিপতি (বাদশাহ) হইবে, ততক্ষণ দুনইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না তাঁহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে (মোহাম্মদ নামের হইবে), তেরমেজি ও আবু দাউদ এই হাদিস রেওয়াএত করিয়াছেন।"

و فى رواية له قال لو لم يبق من الدنيا الايوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا منى او من اهل بيتي يواطيء اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابى يملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا *

আবূ দাউদের অন্য রেওয়াএতে আছে, যদি তুন্‌ইয়ার একটী দিবস ব্যতীত বাকি না থাকে, তবু আল্লাহ নিশ্চয় উক্ত দিবস লম্বা করিয়া দিবেন, এমন কি আল্লাহ তায়ালা উক্ত দিবসে আমার বংশ হইতে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন—তাঁহার নাম ও আমার নাম একই হইবে, তাঁহার পিতার নাম ও আমার পিতার নাম একই হইবে, সেই ব্যক্তি ন্যায় বিচারে তুন্‌ইয়া পূর্ণ করিয়া দিবেন, যেরূপ জুলুম ও অত্যাচারে উহা পরিপূর্ণ করা হইয়াছিল।

(৩) মেশকাত, ৪৭১ পৃষ্ঠা,—

عن ابى اسحاق قال على و نظر الى ابنه الحسن قال ان ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه و سلم و سيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه فى الخلق ولا يشبهه فى الخلق ثم ذكر قصة يملا الارض عدلا رواه ابو داؤد *

"আবু ইছাহাক বলিয়াছেন, (হজরত) আলি (রাঃ) তাঁহার পুত্র হাছানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমার এই পুত্র ছৈয়দ, যেরূপ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন, অচিরে ইহার বংশ হইতে এক ব্যক্তি পয়দা হইবে—তাহার নাম তোমাদের নবীর নামের তুল্য হইবে, সে ব্যক্তি চরিত্রে তাঁহার তুল্য হইবে, কিন্তু রূপে তাঁহার তুল্য হইবে না। তৎপরে তিনি বলিলেন, সে ব্যক্তি জমিকে ন্যায় বিচারে পূর্ণ করিবে। আবু দাউদ ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

মোল্লা আলি কারী 'মেরকাত' টীকায় লিখিয়াছেন ;—

"কোন রেওয়াএতে আছে, এমাম মাহদী এমাম হাছানের বংশধর হইবেন। অন্য রেওয়াএতে আছে তিনি এমাম হোছাএনের বংশধর হইবেন, তাঁহার পিতা এমাম হাছানের বংশধর ও তাঁহার মাতা এমাম হোছায়েনের বংশধর হইবেন, এই হেতু তাঁহাকে হাছানি ও হোছায়নি বলা হইয়াছে।"

(৪) আরও ৪৭০ পৃষ্ঠা ;—

عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول المهدي من عترتى من اولاد فاطمة رواه ابو داؤد *

"(হজরত) উম্মে-ছাল্‌মা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন, মাহদী আমামর নিকট আত্মীয়গণের বংশধর—ফাতেমার বংশধর হইবেন। আবু দাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

(৫) আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و المهدي منى اجل الجبهة اقني الانف يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما و جورا يملك سبع سنين رواه ابو داؤد *

"আবু ছইদ খুদরি (রাঃ) বলিয়াছেন, (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, মাহদী আমার বংশধর হইবেন, তাঁহার ললাট উজ্জ্বল প্রশস্থ হইবে, তাঁহার নাসিকার উপরি অংশ উচ্চ হইবে, সে ব্যক্তি পৃথিবীকে সুবিচার ও ন্যায় বিচারে পূর্ণ করিবেন, যেরূপ উহা অত্যাচারে ও জুলুমে পূর্ণ করা হইয়াছিল, সে ব্যক্তি সাত বৎসর (পৃথিবীর) অধিপতি হইবেন। আবু দাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

(৬) কাঞ্জোল-ওম্মাল, ১৯৫৬ পৃষ্ঠা :—

و فی خده الایمن خال اسواد

"মাহদীর ডাহিন চেহারাতে কাল তিলক হইবে।"

(৭) বোরহান কেতাবে আছে :—

ان رسول الله صلی الله علیه و سلم و صف المهدي فذکر ثقلا فی لسانه *

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মাহ্‌দীর লক্ষণ বর্ণনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, তিনি তোৎলা হইবেন।"

(৮) মেশকাত, ৪৭১ পৃষ্ঠা, —

عن ابي سعيد قال ذکر رسول الله صلي الله علیه و سلم بلاء یصیب هذه الامة حتی لا یجد الرجل ملجأ الیه من الظلم فیبعث الله رجل من عترتي و اهل بیتي فیملا به الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا یرضي عنه ساکن السماء و ساکن الارض لا تدع السماء من قطرها شیأ الاصبته مدرارا ولا تدع الارض من نباتها شیأ الا اخرجته حتی یتمنی الا حیاء الاموات یعیش فی ذلك سبع سنین او ثمان سنین او تسع سنین *

"আবু ছইদ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এক বিপদের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, যাহা এই উম্মতের উপর পতিত হইবে। এমন কি লোক অত্যাচার হইতে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) আশ্রয় গ্রহণ করার উপযুক্ত কোন আশ্রয়স্থল পাইবে না। তৎপরে আল্লাহ আমার বংশধরগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন, ইহাতে তিনি পৃথিবীকে সুবিচারে পূর্ণ করিবেন, যেরূপ উহা অত্যাচার ও অনাচারে পূর্ণ করা হইয়াছিল ; আছমানের অধিবাসিগণ এবং জমিনের অধি-

উপর সন্তুষ্ট থাকিবেন। আছমান উহার বৃষ্টী-সমূহের কিছুই বাকি রাখিবে না, বরং উহা মূসলধারে বর্ষণ করিবে। জমি উহার উদ্ভিদরাশি কিছুই বাকি রাখিবে না, বরং সমস্তই উৎপাদন করিবে, এমন কি জীবিতেরা মৃতদের (জীবিত থাকার) কামনা করিবে, তিনি এই অবস্থায় সাত কিম্বা আট কিম্বা নয় বৎসর জীবন অতিবাহিত করিবেন।"

হাকেম এই হাদিছটী ছহিহ ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কয় বৎসর খেলাফত কার্য্য সম্পাদন করিবেন, হাদিছের রাবি ইহাতে সন্দেহ করিয়াছেন, হজরত ওম্মো-ছাল্‌মা সাত বৎসরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (৯) মেশকাত, ৪৭১ পৃষ্ঠা ;

عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى مكة فياتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه و هو كاره فيبايعونه بين الركن و المقام و يبعث اليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة و المدينة فاذا رأى الناس ذلك اتاه ابدال الشام و عصائب اهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش اخواله كلب فيبعث اليهم بعثا فيظهرون عليهم و ذلك بعث كلب و يعمل فى الناس سنة نبيهم و يلقى الاسلام بجرانه فى الارض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى و يصلى عليه المسلمون رواه ابو داؤد *

"(হজরত) ওম্মো-ছাল্‌মা রেওয়াএত করিয়াছেন, জনাব (ছাঃ) বলিয়াছেন, একজন খলিফার মৃত্যুর সময় মতভেদ উপস্থিত হইবে। এমতাবস্থায় মদিনাবাসী এক ব্যক্তি (তথা হইতে) মক্কা শরিফেরদিকে পলায়ন করিয়া যাইবেন। ইহাতে মক্কাবসী কতকগুলি লোক তাঁহার

নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে (প্রতিশ্রুত এমাম মাহ্‌দী বলিয়া) নির্দ্দেশ করিবেন, কিন্তু তিনি (এই এমামতে) নারাজ থাকিবেন। তখন তাঁহারা হাজারে-আছওয়াদ ও মাকামে-এবরাহিমের নিকট তাঁহার নিকট বয়য়ত করিবেন, তৎপরে তাঁহার বিরুদ্ধে শামদেশ হইতে একদল সেনা প্রেরণ করা হইবে। তাহারা মক্কা ও মদিনার মধ্যস্থিত বয়দা নামক স্থানে ভু-গর্ভে প্রোথিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। যখন লোকে ইহা দেখিতে পাইবে, তখন শামদেশের আবদাল শ্রেণীর অলি-উল্লাহ্‌গণ এবং এরাকবাসী 'আছায়েব' নামক অলি-উল্লাহ্‌গণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট বয়য়ত করিবেন।"

তৎপরে কোরা এশবংশীয় একটী লোক প্রকাশিত হইবে, তাহার মামুরা (আরবের) কলব বংশধর হইবে। সেই ব্যক্তি উক্ত এমাম মাহ্‌দীর বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিবে, এমাম মাহ্‌দী ও তাঁহার অনুগামীরা তাহাদের উপর জয়যুক্ত হইবেন, ইহাকে কল্‌ব সম্প্রদায়ের সৈন্যদল প্রেরণ করা বলা হইবে।

তিনি (এমাম মাহ্‌দী) লোকের মধ্যে তাহাদের নবীর ছুন্নত অনুসারে কার্য্য করিবেন। ইছলাম নিজের গ্রীবাদেশকে জমির উপর স্থাপন করিবে (অর্থাৎ পৃথিবীতে ইছলাম প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া থাকিবে), তিনি সাত বৎসর (এই অবস্থায়) জীবন অতিবাহিত করিবেন, তৎপরে তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হইবেন এবং মুছলমানেরা তাঁহার জানাজা পড়িবেন। আবু দাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

আশেয়া'তোল্লাময়াত, ৪।৩৩৮ পৃষ্ঠা:—

অসংখ্য হাদিছে এমাম মাহ্‌দীর এই চিহ্ন উল্লিখিত হইয়াছে যে, শামদেশে ছুফ্‌ইয়ান বংশের একটী লোকের রাজত্ব হইবে, তাহার অধিকাংশ অনুগামী আরবের বনু-কলব সম্প্রদায়ের লোক হইবে এই ব্যক্তি অতিরিক্ত প্রাণ-ঘাতক হইবে, এমন কি গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করতঃ সন্তান বাহির করিয়া সন্তানগুলি মারিয়া ফেলিবে।

সেই ব্যক্তি এমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবের কথা শুনিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণেচ্ছায় দুইবার দুইদল সৈন্য প্রেরণ করিবে। একদল সৈন্য এমাম মাহ্‌দীর ও তাঁহার দলের নিকট পরাস্ত হইবে, অন্য দল মক্কা ও মদিনার মধ্যস্থিত বয়দা নামক স্থানে জমির মধ্যে পুতিয়া যাইবে, তাহাদের সমস্তই বিনষ্ট হইবে, কেবল একটী লোক জীবিত থাকিবে, সে এমাম মাহ্‌দীর নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইবে।"

(১০) মেশকাত, ৪৭১ পৃষ্ঠা :—

عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا رايتهم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فاتوها فان فيها خليفة الله المهدي رواه احمد و البيهقي *

"ছওবান বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন তোমরা কাল পতাকাগুলি খোরাছানের দিক হইতে আসিয়াছে দেখিবে, তখন তোমরা তৎসমূদয়ের নিকট উপস্থিত হও, কেননা তৎসমূদয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার খলিফা মাহ্‌দী থাকিবেন। আহমদ ও বয়হকি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

(১১) মেশকাত, ২৬৯ পৃষ্ঠা :—

عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يكون في آخر امتى خليفة يحثى المال حيثا ولا يعده رواه مسلم *

"(হজরত) জাবের রেওয়াএত করিয়াছেন, (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের শেষভাগে একজন খলিফা হইবেন, গণ্ডুষ গণ্ডুষ করিয়া অর্থ বিতরণ করিবেন এবং উহা গনণা করিবেন না, মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

(১২) মেশকাত, ৪৭১ পৃষ্ঠা ;—

عن النبي صلي الله عليه وسلم في قصة المهدي فيجئى اليه رجل فيقول يا مهدي اعطنى اعطنى قال فيحثى له فى ثوبه ما استطاع ان يحمله رواه الترمذي *

"নবি (ছাঃ) মাহ্‌দীর অবস্থা বর্ণনা কালে বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিবে, হে মাহ্‌দী! তুমি আমাকে কিছু প্রদান কর, ইহাতে তিনি দুই হস্ত পূর্ণ করিয়া তাহার কাপড়ে যে পরিমাণ সে বহন করিতে পারে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবেন। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, এমাম মাহ্‌দীর অধিকারে অর্থের আধিক্য হইবে।

এমাম মাহ্‌দীর প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি প্রকাশিত হইবে :—

(১৩) মেশকাত, ৪৬৭।৪৬৮ পৃষ্ঠা :—

يقول ستصالحون الروم صلحا امنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون و تغنمون و تسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من اهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة فيثور المسلمون الى اسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة رواه ابو داؤد *

"(হজরত) বলিতেছিলেন, তোমরা অচিরে খৃষ্টানদিগের সহিত শান্তিদায়ক সন্ধি স্থাপন করিবে, তৎপরে তোমরা এবং উক্ত সহকারী দল একত্রে তোমাদের পশ্চাদ্দিকের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবে,

ইহাতে তোমরা জয়যুক্ত হইবে, (শত্রুদের রণসম্ভার) লুণ্ঠন করিবে, শান্তিসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, এমন কি উচ্চ তৃণক্ষেত্রে অবতরণ করিবে। তৎপরে একজন খ্রীষ্টান ক্রুশ উত্তোলন করিয়া বলিবে, ক্রুশ জয়ী হইয়াছে, ইহাতে একজন মুছলমান রাগান্বিত হইয়া উক্ত ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, সেই সময়ে সেই খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদের লোকদিগকে সংগ্রহ করিবে, ইহাতে মুছলমানেরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রের দিকে ধাবিত হইয়া সংগ্রাম করিবে, তৎপরে আল্লাহ উক্ত জামায়াতকে শাহাদতের দরজায় গৌরবান্বিত করিবেন। আবু দাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, এই যুদ্ধে স্বাধীনপ্রধান মুছলমান রাজত্বের পরিসমাপ্তি হইয়া যাইবে। আর যে সমস্ত রাজত্ব থাকিবে তাহা খ্রীষ্টানদের অধীন হইবে।

(১৪) আরও মেশকাত, ৪৬৭ পৃষ্ঠা ;—

عن ابن عمر قال يوشك المسلمون ان يحاصروا الى المدينة حتى يكون ابعد مسالحهم سلاح و سلاح قريب من خيبر رواه ابو داود *

"(হজরত) এবনো-ওমার বলিয়াছেন, অচিরে মুছলমানগণ মদিনা শরিফে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবে, এমন কি তাহাদের দূরবর্ত্তী সীমা 'ছেলাহ' নামক স্থান হইবে, ছেলাহ খয়বরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইবে।

ইহাতে বুঝা যায়, এমাম মাহদী প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে তুরস্ক রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। মুছলমানগণ সেই সময় তুরস্ক এরাক ও শামদেশ ত্যাগ করিয়া মদিনা শরিফে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। (১৫) মেশকাত, ৪৬৬ পৃষ্ঠা ;—

ثم هدنة ستكون بينكم و بين بنى الاصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر الفا رواه البخاري *

"(হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তৎপরে তোমাদের মধ্যে এবং খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে একটী সন্ধি হইবে, তৎপরে তাহারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া তোমাদের নিকট ৮০টী পতাকা তলে উপস্থিত হইবে, প্রত্যেক পতাকার তলে বার সহস্র লোক হইবে। বোখারী ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

(১৬) মেশকাত, উক্ত পৃষ্ঠা :—

عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالاعماق او بدابق فتخرج اليهم جيش من المدينة من خيار اهل الارض يومئذ فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا و بين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا و الله لا نخلى بينكم و بين اخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا و يقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله و يفتتح الثلث لا يفتنون ابدا فيفتتحون قسطنطينية فبيناهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتين اذصاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في اهلكم فيخرجون و ذلك باطل فاذا جاؤا الشام خرج فبيناهم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذا اقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم *

"আবুহোরায়রা (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবে না যতক্ষণ (না) খ্রীষ্টান-গণ আ'মাক কিম্বা বাদাবেক নামক স্থানে অবতরণ করিবে, ইহাতে তাহাদের দিকে মদিনা শরিফ হইতে একদল সৈন্য বাহির হইবেন—যাহারা সেই সময়ে জমিবাসিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইবেন।

যখন তাঁহারা ব্যূহ রচনা করিবেন, তখন খ্রীষ্টানেরা বলিবে যে, মুছলমানেরা আমাদের একদল লোক বন্দী করিয়া লইয়াছে, তাহাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ কর, আমরা তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিব। ইহাতে মুছলমানগণ বলিবেন, আমাদের ভাইদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব না। তৎপরে মুছলমানগণ উক্ত খ্রীষ্টানদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন, ইহাতে (মুছলমানগণের) এক তৃতীয়াংশ পৃষ্ঠ প্রদর্শণ করিবে, আল্লাহতায়ালা কখনও তাহাদের তওবা কবুল করিবেন না। তাঁহাদের এক তৃতীয়াংশ শহীদ হইয়া যাইবেন, তাঁহারা আল্লাহতায়ালার নিকট শ্রেষ্টতম শহীদ হইবেন। অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ জয়যুক্ত হইবেন, তাঁহারা কখনও বিপথগামী হইবেন না, তাঁহারা কনষ্টানন্টিনোপল অধিকার করিবেন। তাঁহারা নিজেদের তরবারীগুলি জয়তুন বৃক্ষে লটকাইয়া লুণ্ঠীত দ্রব্যগুলি বণ্টন করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় হঠাৎ শয়তান চীৎকার করিয়া বলিবে, দাজ্জাল তোমাদের পশ্চাদ্দিক হইতে তোমাদের পরিজনের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে মুসলমানগণ তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িবেন, কিন্তু এই (দাজ্জাল বাহির হওয়ার) সংবাদ বাতীল। তৎপরে তাঁহারা যখন শামে উপস্থিত হইবেন, তখন দাজ্জাল বাহির হইবে। তাঁহারা যখন (উহার বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করনেচ্ছায় যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতে ও ব্যূহ রচনা করিতে থাকিবেন, সেই সময় নামাজ শুরু করা হইবে, হঠাৎ (হজরত) ইছা বেনে-মরইয়াম (আঃ) নাজেল হইবেন। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।" (১৭) মেশকাত, ৪৬৭ পৃষ্ঠা ;

عن عبد الله بن مسعود قال عدو يجمعون لاهل الشام و يجمع لهم اهل الاسلام يعنى الروم فيتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيئ هؤلاء و هؤلاء كل غير غالب و تفنى

الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب و تفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء و هؤلاء كل غير غالب و تفني الشرطة فاذا كان يوم الرابع نهد اليهم بقية اهل الاسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتتلون مقتلة لم ير مثلها حتى ان الطائر يمر بجنباتهم فلا يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بنوالاب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم الا الرجل الواحد فباي غنيمة يفرح اواى ميراث يقسم فبيناهم كذلك انسمعوا بباس هو اكبر من ذلك فجاءهم الصريخ ان الدجال قد خلفهم فى ذرا ريهم فيرفضون مافي ايديهم و يقبلون فيبعثون عشر فوارس طليعة قال رسول الله صلعم اني لا عرف اسماءهم و اسماء اباءهم والوان خيولهم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ رواه مسلم *

আবছুল্লাহ বেনে-মছউদ বলিয়াছেন, বৃহদ্দল খ্রীষ্টান, শত্রু সাম-বাসিদলের সহিত যুদ্ধ করিতে সৈন্যদিগকে সংগ্রহ করিবে, মুছলমান-গণ তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে সৈন্যদল সংগ্রহ করিবেন, ইহারা একদল অগ্রগামী সৈন্য নির্ব্বাচন করিবেন—যাহারা এই শর্ত্ত করিবেন যে, তাহারা হয় জয়যুক্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, না হয় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবেন। উভয় দল যুদ্ধে সংলিপ্ত হইবে, এমন কি উভয় দলের মধ্যে রাত্রি অন্তরাল হইয়া পড়িবে। উভয়দল বিনা জয়-পরাজয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং উক্ত শর্তকারী মুছলমানগণ শহিদ হইয়া যাইবেন। তৎপর দিবস

মুসলমানগণ একদল সৈন্য নির্ব্বাচন করিবেন—তাহারা শর্ত করিবেন যে, হয় জয়ী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, না হয় শহিদ হইয়া যাইবেন। উভয়দল যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন, এমন কি তাহাদের মধ্যে রাত্রি অন্তরাল হইয়া যাইবে। তখন উভয়দল বিনা জয় পরাজয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং শর্তকারিগণ শহীদ হইয়া যাইবেন। এইরূপ তৃতীয় দিবস হইবে। চতুর্থ দিবস হইলে, অবশিষ্ট মুছলমানগণ খ্রীষ্টানদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন, ইহাতে আল্লাহ তাহাদের উপর পরাজয় নির্দ্দেশ করিবেন, তাহারা এরূপ যুদ্ধ করিবেন, যাহারা তুল্য পরিলক্ষিত হয় নাই, এমন কি পক্ষী তাহাদের চারিদিকে উড়িয়া যাইতে থাকিবে, উক্ত পক্ষী মৃতাবস্থায় পতিত হইবে, কিন্তু উক্ত নিহতদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে না। বংশের লোকদিগকে গণনা করা হইবে, তাহারা শতজন ছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন ব্যতীত কাহাকেও জীবিত পাইবেন না। কাজেই কোন লুণ্ঠীত দ্রব্যে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে এবং কোন পিতৃ-সম্পত্তি বণ্টন করা হইবে। তাহারা এমতাবস্থায় তদপেক্ষা সমধিক ভয়ঙ্কর ঘটনার সংবাদ শ্রবণ করিবেন, একজন শব্দকারী আগমণ করিয়া ঘোষণা করিবে, নিশ্চয় দাজ্জাল তাহাদের আগমণের পরে তাহাদের পরিজনের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তাহারা তাহাদের হস্তগত অর্থরাশি ত্যাগ করিয়া (পরিজনের সমূহের দিকে) রওয়ানা হইবেন, তাহারা দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী সৈন্যরূপে প্রেরণ করিবেন। (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমি তাঁহাদের নাম, তাহাদের পিতৃগণের নাম এবং তাহাদের ঘোটকগুলির রং জানি, তাঁহারা সেই সময়ে ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠতম অশ্বারোহী হইবেন। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

(১৮) শেখ আলি মোত্তাকির প্রণীত বোরহান কেতাবে আছে ;—

يجئ من الحجاز حتى يستوى على منبر دمشق

"মাহদী হেজাজ হইতে আগমণ করিয়া দেমাশকের মিম্বরে (খোৎবা পড়িতে) বসিবেন।"

(১৯) মেশকাত, ৪৬৭ পৃষ্ঠা ;—

عن ابي هريرة ان النبي صلعم قال هل سمعتم بمدينة جانب منها فى البر و جانب منها فى البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون الفا من بنى اسحاق فلما جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح و لم يرموا بسهم قالوا لا اله الا الله و الله اكبر فيسقط احد جانبيها قال ثور بن يزيد الراوي لا اعلمه الا قال الذى فى البحر ثم يقولون الثانية لا اله الا الله و الله اكبر فيسقط جانبها الاخر ثم يقولون الثالثة لا اله الا الله و الله اكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فبينا هم يقتسمون المغانم اذ جاءهم الصريخ فقال ان الدجال قد خرج فيتركون كل شيء و يرجعون رواه مسلم *

আবু-হোরায়রা (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয় নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা কি এরূপ একটি শহরের কথা শ্রবণ করিয়াছ— যাহার এক দিক্ স্থল এবং অন্য দিক্ সমুদ্র? তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাছূলুল্লাহ, হজরত বলিলেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবে না— যতক্ষণ (না) ৭০ সহস্র বনু-ইছহাক (শামী-মুছলমান) উক্ত শহরবাসি-দিগের সহিত যুদ্ধ করেন, যখন তাঁহারা উক্ত শহরের নিকট উপস্থিত হইবেন, উহার চতুর্দ্দিকে অবতরণ করিবেন। তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিবেন না এবং তীর নিক্ষেপ করিবেন না, বরং তাঁহারা বলিবেন, 'লাএলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহো-আকবর', ইহাতে উহার একদিক্ (রাবি ছওর বেনে এজিদ বলেন, সমুদ্রের দিকস্থ প্রাচীর) ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

তৎপরে তাঁহারা উক্ত কালেমা দ্বিতীয় বার বলিবেন, ইহাতে উহার দ্বিতীয় দিকের প্রাচীর পতিত হইবে। তৎপরে তাঁহারা তৃতীয়বার উক্ত শব্দ বলিবেন, ইহাতে তাঁহাদের জন্য উহার দ্বার উদ্ঘাটীত করা হইবে। তাঁহারা উক্ত শহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ-সম্ভার লুণ্ঠন করিবেন। তৎপরে তাঁহারা লুণ্ঠীত দ্রব্যগুলি বণ্টন করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় একজন ঘোষণাকারী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, নিশ্চয় 'দাজ্জাল' বাহির হইয়াছে, তখন তাঁহারা সমস্ত বস্তু ত্যাগ করিয়া হরওয়ানা হইয়া যাইবেন। মোছলেম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(২০) এবনো-মাজা :—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطوله الله عز و جل حتى يملك رجل من اهل بيتى جبل الديلم و القسطنطنية *

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যদি দুনইয়ার কেবল এক দিবস ব্যতীত বাঁকী না থাকে, তবু বোজর্গবরতর খোদা উহা (দিবসকে) লম্বা করিয়া দিবেন, এমন কি আমার আহলে-বয়েত এক ব্যক্তি দয়লম পর্ব্বত ও কনষ্টান্টিনোপলের মালিক হইয়া যাইবে।"

উপরোক্ত হাদিছগুলিতে বুঝা যাইতেছে যে, এমাম মাহদীর প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে তুরস্ক রাজ্য বিধ্বস্ত হইবে। মদিনা শরিফের নিকটস্থ খয়বর অবধি কেবল মুসলমানদের অধিকারভুক্ত থাকিবে। তুরস্ক, এরাক ও শাম সমস্তই খ্রীষ্টানদের রাজ্যভুক্ত হইবে। এমাম মাহদী খলিফা হইবেন, সমস্ত খ্রীষ্টান-শক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইবে; এমাম মাহদী ও তাঁহার সহায়তাকারী মোজাহেদগণ উক্ত যুদ্ধে জয়ী হইয়া কনষ্টান্টিনোপল ও সমস্ত মুছলমান রাজ্য অধিকারভুক্ত করিয়া লইবেন। এই যুদ্ধকে হাদিছ

শরিফে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বলা হইয়াছে। এই যুদ্ধে খ্রীষ্টানদের সেনাদলের সংখ্যা ৯৬০০০০ হইবে।

(২১) মেশকাত, ৪৬৭ পৃষ্ঠা :—

عن معاذبن جبل قال قال رسول الله صلعم عمران بيت المقدس خراب يثرب و خراب يثرب خروج الملحمة و خروج الملحمة فتح قسطنطنية و فتح قسطنطنية خروج الدجال رواه ابو داؤد *

"বয়তুল মোকাদ্দছের উন্নতি মদিনা শরিফের উৎসন্ন হওয়ার কারণ হইবে। মদিনা শরিফের শ্রীহীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। উক্ত যুদ্ধের পরেই কনষ্টান্টিনোপাল অধিকারে হইবে, উহা অধিকৃত হওয়ার পরেই দাজ্জাল বাহির হইবে। আবু দাউদ উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

(২২) মেশকাত, উক্ত পাতা :

عن عبد الله بن بسر ان رسول الله صلعم قال بين الملحمة و فتح المدينة ست سنين و يخرج الدجال في السابعة رواه ابو داؤد و قال هذا اصح *

আবদুল্লাহ বেনে বোছর রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয়ই রছূলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও কনষ্টান্টিনোপাল অধিকারভুক্ত হওয়ার মধ্যে ছয় বৎসর সময় লাগিবে, দাজ্জাল সপ্তম বৎসরে বাহির হইবে। আবু দাউদ ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইহাই সমধিক ছহিহ মত।

(২৩) পীর মহই-উদ্দিন আরাবি 'ফতুহাতে-মক্কিয়া' কেতাবে লিখিয়াছেন :—

ان لله خليفة يخرج و قد امتلات الارض جورا و ظلما فيملؤها قسطا وعدلا لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد

طول الله ذلك اليوم حتى يلى هذا الخليفة من عترة
رسول الله صلعم من ولد فاطمة جده الحسين ابن علي
ابن ابى طالب رضى الله عنه يواطيء اسمه اسم رسول الله
صلعم يبايع الناس بين الركن و المقام ـ اسعد الناس
به اهل الكونة يقسم المال بالسوية و يعدل فى الرعية
و يفصل في القضية ياتيه الرجل فيقول له يا مهدي
اعطنى و بين يديه آلمال فيحثى له في ثوبه ما استطاع
ان يحمله يخرج على فترة من الدين يزع الله به ما
لا يزع بالقرآن يمسي الرجل جاهلا بخيلا جبانا فيصبح
اعلم الناس اشجع الناس اكرم الناس يصلحه الله في
ليلة ـ يمشى النصر بين يديه يعيش خمسا او سبعا
او تسعا يقف اثر رسول الله صلعم لا يخطيء له ملك
يسدده من حيث لا يراه يحمل الكل و يقوي الضعيف
فى الحق و يقرى الضيف و يعين على نوائب الحق يفعل
ما يقول و يقول ما يعلم و يعلم ما يشهد و يفتح المدينة
الرومية بالتكبير فى سبعين الفا من المسلمين من ولد
اسحق يشهد الملحمة العظمي مادبة الله بمرج عكا ـ
يبيد الظلم و اهله يقيم الدين و ينفخ الروح فى الاسلام
يعز الاسلام به بعد ذله و يحيى بعد موته يضع الجزية
و يدعو الى الله بالسيف ما كان فمن ابى قتل و من
نازعه خذل يظهر من الدين ماهو الدين عليه فى نفسه
ما لو كان رسول الله صلعم لحكم به ـ يرفع المذاهب من
آلارض فلا يبقى الا الدين الخالص ـ يبايعه العارفون

بالله من اهل الحقائق عن شهود و كشف و تعريف الهى
له رجال الهيون يقيمون دعوته و ينصرونه هم الوزراء
يحملون اثقال المملكة و يعينونه على ما قلده الله ينزل
عليه عيسي بن مريم بالمنارة البيضاء شرقي دمشق *

"যে সময় পৃথিবী জুলুম অত্যাচারে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, সেই সময় আল্লাহতায়ালার একজন খলিফা প্রকাশিত হইবেন, তিনি দুন্‌ইয়া ন্যায়বিচারে পূর্ণ করিবেন, যদি দুন্‌ইয়ার এক দিবস ব্যতীত বাকি না থাকে, তবু আল্লাহ উক্ত দিবসকে লম্বা করিয়া দিবেন, এমন কি এই খলিফা খেলাফত প্রাপ্ত হইবেন, ইনি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর বংশধর, (হজরত) ফাতেমার বংশোদ্ভব হইবেন, ইহার পূর্ব্ব-পুরুষ হজরত হোছাএন বেনে আলি বেনে আবিতালেব (রাঃ) হইবেন, তাঁহার নাম ও রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নাম একই হইবে, লোকে হাজারে-আছওয়াদ ও মাকামে-এবরাহিমের মধ্যস্থলে তাঁহার নিকট বয়য়ত করিবে, কুফাবাসিগণ তাঁহার সমধিক পৃষ্ঠপোষক হইবেন, তিনি অর্থরাশি সমান ভাবে বণ্টন করিবেন, প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিবেন, কলহ বিরোধ মীমাংসা করিয়া দিবেন। কোন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, হে মাহদী ? আমাকে কিছু অর্থ প্রদান করুন। তাঁহার সম্মুখে অর্থরাশি থাকিবে; তিনি তাহাকে দুই হস্তে করিয়া এত টাকা প্রদান করিবেন যাহা সে কাপড়ে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, যে সময় দীন দুনইয়া হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, সেই সময় তিনি প্রকাশ হইবেন। আল্লাহ তাঁহার দ্বারা এরূপ কল্যাণ-সাধন করিবেন যাহা কোর-আন শরিফ দ্বারা করেন নাই। যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে নিরক্ষর, কৃপণ ও কাপুরুষ ছিল, সে ব্যক্তি (তাঁহার সঙ্গ গুণে) প্রভাতে শ্রেষ্ঠ আলেম, বীরপুরুষ ও দানশীল হইয়া যাইবে, আল্লাহ এক রাত্রে তাহার সংশোধন করিয়া

দিবেন। খোদার সাহায্য উক্ত এমাম মাহদীর অগ্রগামী হইবে, তিনি পাঁচ, সাত বৎসর কিম্বা নয় (এই অবস্থায়) জীবন অতিবাহিত করিবেন। তিনি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর ছুন্নতের অনুসরণ করিবেন, এক কেশাগ্র অতিক্রম করিবেন না, তাঁহার সহিত একজন ফেরেশতা অদৃশ্যভাবে থাকিবেন - যিনি তাঁহাকে সত্যপথে পরিচালিত করিবেন, দরিদ্রদিগের অভাব মোচন করিবেন, ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে দুর্ব্বলের সহয়তা করিবেন, মেহমানের খেদমত করিবেন, সত্য ঘটনাগুলিতে পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন, যাহা বলিবেন তাহাই করিবেন, যাহা অবগত হইবেন তাহাই বলিবেন, তিনি কাশ্‌ফ কর্ত্তৃক অবগত হইবেন। হজরত ইছহাকের বংশধর ৭০ সহস্র মুসলমানের সহযোগীতায় তকবির পড়িয়া কনষ্টান্টিনোপাল শহর অধিকার করিয়া লইবেন, ওকা নামক স্থানের ময়দানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে স্বয়ং উক্ত খলিফা উপস্থিত থাকিবেন, অত্যাচার ও অত্যাচারিদিগকে বিধ্বস্ত করিবেন। দ্বীন ইছলামকে কায়েম (সুপ্রতিষ্ঠীত) করিবেন। ইছলামের মধ্যে আত্মা-ফুৎকার করিবেন, যে ইছলাম লাঞ্ছিত ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তাঁহার দ্বারা পরাক্রান্ত ও সঞ্জীবিত হইবে। তিনি জিজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন, তরবারী [illegible] দিকে আহ্বান করিবেন, যে ব্যক্তি অস্বীকার করিবে, নিহত করা হইবে. যে ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করিবে, লাঞ্ছিত হইবে। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রকৃত দ্বীন প্রচলিত হইবে এরূপ দ্বীন প্রচলিত হইবে যে, যদি (হজরত) রছুলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিত থাকিতেন, তবে ঐরূপ হুকুম করিতেন। পৃথিবী হইতে অন্যান্য দ্বীন উঠিয়া যাইবে, কেবল বিশুদ্ধ ইছলাম ধর্ম্ম বাকী থাকিবে। হকিকত পন্থী অলিউল্লাহগণ কাশ্‌ফ, শহুদ ও এলহাম কর্ত্তৃক অবগত হইয়া তাঁহার নিকট বয়য়ত করিবেন, মা'রেফাতপন্থিগণ তাঁহার আহ্বান প্রতিষ্টীত করিবেন, তাঁহার সাহায্য করিবেন। তাঁহারাই উজির হইবেন, তাঁহারাই রাজত্বের ভার বহণ করিবেন, আল্লাহ

তাঁহার উপর যে কার্য্য ন্যাস্ত করিয়াছেন, উক্ত অলিউল্লাহগণ উক্ত কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিবেন। তাঁহার জামানায় (হজরত) ইছা বেনে মরয়েম দেমাশকের পূর্ব্বদিকে শ্বেত মিনারার উপর নাজিল হইবেন।”

(২৪) এমাম রাব্বানি মোজাদ্দেদে আলফেছানি (রঃ) মকতুবাত শরিফের দ্বিতীয় খণ্ডে ৬৭ মকতুবে ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

و جماعت از نادانی گمان کنند شخص را دعوی مهدویت نموده بود از اهل هند مهدی موعود بوده است پس بزعم اینها مهدی گذشته است و فوت شده و نشان میدهند که قبرش در فرا است و در احادیث صحاح که بحد شهرت بلکه بحد تواتر معنی رسیده اند تکذیب این طائفه است چه آن سرور علیه و علی آله الصلوة و السلام مهدی را علامات فرموده است در احادیث که در حق آن شخص که معتقد ایشان است آن علامات مفقود اند - در حدیث نبوی آمده است علیه و علی آله الصلوة و السلام که مهدی موعود بیرون آید و بر سروی پاره ابر که بود دران ابر فرشته که ندا کند که این شخص مهدی است اؤ را متابعت کنید و فرموده علیه آله الصلوة و السلام که تمام زمین را مالک شدند چارکس دوکس از مومنان ودوکس از کافران ذوالقرنین و سلیمان از مومنان و نمرود و بخت نصر از کافران مالک خواهد شد آن زمین را شخص پنجم از اهل بیت من یعنی مهدی و فرمود علیه و علی آله الصلوة و السلام دنیا

نروند تا آنکه بعث کند خدایتعالی مردی را از اهل بیت من که نام او موافق نام من بود و نام پدر او موافق نام پدر من باشد پس پرسازد زمین به داد و عدل چنانچه پر شده بود بجور و ظلم ودر حدیث آمده است که اصحاب کهف اعوان مهدي خواهند بود و حضرت عیسی علی نبینا و علیه و الصلوة و السلام در زمان وی نزول خواهد کرد واو موافقت خواهد کرد با حضرت عیسی علی نبینا و علیه و الصلوة و السلام در قتال دجال و در زمان ظهور سلطنت او در چهاردهم شهر رمضان کسوف شمس خواهد شد و در اول آن ماه خسوف قمر برخلاف حساب منجمان و برخلاف عادت زمان ـ بنظر انصاف باید دید که این علامات در آن شخص میت بوده است یانه و علامات دیگر بسیار است که مخبر صادق فرموده است علیه و علی آله الصلوه السلام *

"একজন হিন্দুস্থানী লোক মাহদী হওয়ার দাবি করিয়াছিল, একদল লোক অনভিজ্ঞতা বশতঃ তাহাকে প্রতিশ্রুত মাহদী ধারণা করিয়াছে, তাহাদের ধারণায় মাহদী মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কবর ফারা নামক স্থানে নির্দ্ধারণ করিয়াছে, ছেহাহ ছেত্তার যে হাদিছগুলি মশহুর বরং মোতাওয়াতের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত এই দলের উপর অসত্যারোপ করিতেছে, কেননা (জনাব) নবি (ছাঃ) মাহদীর জন্য হাদিছ সমূহে যে সমস্ত চিহ্ন উল্লেখ করিয়াছেন, উল্লিখিত হিন্দুস্থানি ব্যক্তির মধ্যে উক্ত চিহ্নগুলি পাওয়া যায় না। হজরতের হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে, যখন প্রতিশ্রুত মাহদী প্রকাশিত হইবেন, তখন তাঁহার মস্তকের উপর একখণ্ড মেঘ উপস্থিত হইবে,

উহার মধ্য হইতে একজন ফেরেশ্‌তা ঘোষণা করিয়া বলিবেন—এই ব্যক্তি মাহদী, তোমরা ইহার মতের অনুসরণ কর।

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, চারি ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিল, ইমানদারগণের মধ্যে দুই ব্যক্তি এবং কাফেরগণের মধ্যে দুই ব্যক্তি ইমানদারগণের মধ্যে হজরত জোলকারনাএন ও (হজরত) ছোলায়মান (আঃ)। কাফেরদের মধ্যে নমরূদ ও বোখতানাছ্‌ছার। পঞ্চম ; এক ব্যক্তি আমার বংশধর অর্থাৎ মাহ্‌দী ঐ পৃথিবীর অধিপতি হইবেন। হজরত বলিয়াছেন, দুন্‌ইয়া লয় প্রাপ্ত হইবে না যতক্ষণ (না) খোদাতায়ালা আমার আহলে বয়েত হইতে একব্যক্তিকে পয়দা না করেন, তাহার নাম আমার নাম হইবে এবং তাহার পিতার নাম আমার পিতার নাম হইবে। তিনি পৃথিবীকে সুবিচার ও ন্যায়-বিচারে পরিপূর্ণ করিবেন—যেরূপ (ইতিপূর্ব্বে) উহা অত্যাচার ও অবিচারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে, আছহাবে কাহাফ মাহদীর সহকারী হইবেন, তাঁহার জামানায় হজরত ইছা (আঃ) নাজিল হইবেন, উক্ত মাহদী দাজ্জালের হত্যা সাধনে হজরত ইছা (আঃ) এর সহায়তা করিবেন। তাঁহার রাজত্ব প্রকাশের জামানায় রমজান মাসের ১৪ তারিখে সূর্য্যগ্রহণ এবং জোতিষিগণের হিসাবের বিপরীতে ও কালের নিয়মের বিপরীতে উক্ত রমজানে প্রথম রাত্রে চন্দ্র গ্রহণ হইবে। এক্ষণে বিচারের চক্ষে দেখা উচিত যে, উল্লিখিত মৃত ব্যক্তির মধ্যে এই চিহ্নগুলি ছিল কিনা ? আরও অন্যান্য অনেক চিহ্ন আছে—যাহা হজরত (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।

মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেব কেয়ামতনামার ৬-৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"কেয়ামতের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন প্রকাশিত হইলে. খ্রীষ্টান জাতিরা পরাক্রান্ত হইয়া বহুরাজ্যের অধিকারী হইবে, কতককাল

পরে আরব ও শামদেশে (হজরত) আবুছুফইয়াম বংশধর একব্যক্তি প্রকাশিত হইয়া ছৈয়দদিগকে হত্যা করিবে, শাম ও মিশর দেশে তাহার আইন বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় তুরস্কের বাদশাহ একদল খ্রীষ্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও অন্যদলের সহিত সন্ধি করিবেন। শত্রুদল কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিয়া লইবে, তখন বাদশা নিজের শহর ত্যাগ করিয়া শামদেশে প্রবেশ করিবেন। তৎপরে সহকারী খ্রীষ্টান দলের সহযোগীতায় শত্রু খৃষ্টান দলের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিবেন, ইহাতে মুছলমান সৈন্যদল জয়ী হইবেন। শত্রুদল পরাজিত হওয়ার পরে সহকারী খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে একজন বলিবে যে, ক্রুশ পরাক্রান্ত হইয়া জয় করিয়াছে। তৎশ্রবণে মুছলমান সৈন্যদিগের মধ্যে একব্যক্তি তাহাকে প্রহার করিয়া বলিবে, উহা সত্য নহে বরং দীন ইসলাম জয়যুক্ত হইয়াছে। উক্ত খৃষ্টান নিজের দলকে আহ্বান করিবে এবং মুছলমানও নিজের দলকে আহ্বান করিবে, ইহাতে উভয় সৈন্যদলের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইবে। ইহাতে মুসলমান বাদশাহ শহীদ হইয়া যাইবেন। খৃষ্টানদল শামদেশের অধিপতি হইবে ও বিরুদ্ধ খ্রীষ্টানদিগের সহিত সন্ধি করিবে। অবশিষ্ট মুসলমানগণ মদিনা শরিফে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। খ্রীষ্টানগণ খয়বরের নিকটস্থ স্থান পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিবে। সেই সময় মুসলমানগণ হজরত এমাম মাহদীর অনুসন্ধান করিবেন যেন তদ্দারা এই বিপদ দূরীভূত হয় এবং খৃষ্টানদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। হজরত এমাম মাহদী সেই সময় মদিনা শরিফে থাকিবেন। পাছে লোকে তাঁহার উপর এই কার্যের গুরুভার অর্পণ করেন, এই ভয়ে তিনি মদিনা শরিফ হইতে মক্কা শরিফে উপস্থিত হইবেন। সেই জামানার আবদাল ও ওলিগণ তাঁহার অনুসন্ধানে থাকিবেন, কেহ কেহ অযথাভাবে মাহদী হওয়ার দাবি করিবেন। হজরত এমাম মাহদী রোকন ও মাকামে এবরাহিমের মধ্যস্থলে বয়তুল্লাহ শরিফের

তওয়াফ করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় লোকে তাহাকে চিনিতে পারিবেন, তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার নিকট বয়তে-খেলাফত করিবেন। ইহার চিহ্ন এই হইবে যে, ইহার পূর্ব্ব রমজান মাসে সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ হইবে। তাঁহার নিকট বয়য়ত করার সময় আছমান হইতে একটি শব্দ হইবে :—

هذا خليفة الله المهدي فاسمعوا له و اطيعوا

"ইনি আল্লাহতায়ালার খলিফা মাহদী, তোমরা তাঁহার কথা শ্রবণ কর এবং আদেশ পালন কর।" এই শব্দটী তথাকার আম ও খাস সকল লোক শুনিতে পাইবে। হজরত এমাম ছৈয়েদা ফাতেমার বংশধর হইবেন, তাঁহার চরিত্রাবলী সম্পূর্ণ হজরত নবি (ছাঃ) এর অনুরূপ হইবে, তাঁহার নাম মোহাম্মদ, তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ ও তাঁহার মাতার নাম আমেনা হইবে। তাঁহার জবান একটু তোৎলা হইবে, কথা বলার সময় কখন অস্থির হইয়া জানুর উপর হস্ত মারিবেন, তাহার এলুম লাহুন্নি হইবে। সেই সময় তাহার বয়স ৪০ বৎসর হইবে। যখন তাঁহার বয়য়তের কথা প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে, তখন মদিনার সৈন্যদল মক্কা শরিফের দিকে রওয়ানা হইবেন, শাম, ইরাক ও ইমনের আবদাল ও অলিগণ তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইবেন এবং আরব দেশ হইতে বহু সৈন্য সমবেত ইহবেন। উক্ত হজরত কা'বা শরিফের দরওয়াজার সম্মুখে যে ধনভাণ্ডার প্রোথিত আছে তাহা বাহির করিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে বিতরণ করিবেণ। এই সংবাদ মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচারিত হইলে, খোরাছানবাসী একব্যক্তি বহু সৈন্যসহ তাঁহার সাহায্যের জন্য ধাবিত হইবেন এবং পথিমধ্যে বহু খ্রীষ্টান ও বিধর্ম্মী লোককে ধ্বংস করিবেন। উক্ত তাহলে-বয়তের শত্রু ছুফইয়ানি ব্যক্তি যাহার নানা আরবের বনু-কলব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, উক্ত হজরত এমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে একদল সৈন্য প্রেরণ করিবেন, মক্কা ও মদিনার মধ্যস্থ একটী ময়দানে

দুই ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যাইবে। উভয়ের মধ্যে একজন ছুফইয়ানি ব্যক্তির নিকট এবং অন্য ব্যক্তি হজরত এমাম মাহদীর নিকট এই সংবাদ পৌছাইবেন। অন্যদিকে খ্রীষ্টানগণ নিজেদের দেশ হইতে এবং কনষ্টান্টিনোপল হইতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উক্ত এমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ধাবিত হইবে। উক্ত সৈন্য দল ৮০টী পতাকার নীচে সংগৃহীত হইবে, প্রত্যেক পতাকার নীচে ১২ সহস্র করিয়া সৈন্য সমবেত হইবে। হজরত এমাম মাহদী মক্কা শরিফ হইতে রওয়ানা হইয়া মদিনা শরিফে উপস্থিত হইবেন, তথায় হজরতের গোর শরিফ জেয়ারত করিয়া শাম দেশের দিকে রওয়ানা হইয়া দেমাশকে পৌছিবেন।

পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান সৈন্যদল তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। হজরত এমামের সৈন্যগণ তিনদল হইবে, একদল খ্রীষ্টানদিগের ভয়ে পলায়ন করিবে এবং এমাম ছাহেবের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, খোদাতায়ালা ইহাদের তওবা কবুল করিবেন না। একদল শহিদ হইয়া 'ওহোদ' ও 'বদরের' শহিদগণের দরজা প্রাপ্ত হইবেন, অবশিষ্টদল যুদ্ধে জয়ী হইবেন।

তিনি চারি দিবস যুদ্ধ করিবেন, প্রথম তিন দিবসে বহু সৈন্য শহিদ হইবেন, চতুর্থ দিবসে আল্লাহ তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ জয়ী করিবেন। খ্রীষ্টানদিগের এত সৈন্য নিহত হইবে যে, তাহাদের মস্তিস্কে বাদশাহী করার ধারণা থাকিবে না, অবশিষ্ট সৈন্যরা লাঞ্ছিত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পলায়ন করিবে, মুসলমানেরা তাহাদের পশ্চাত ধাবিত হইয়া তাহাদের অধিকাংশকে নিহত করিবেন।

তিনি এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া বীর যোদ্ধাদিগকে বহু পুরস্কার প্রদান করিবেন, কিন্তু লোকেরা বহু বংশের শত লোকের মধ্যে একজন জীবিত আছে দেখিয়া উক্ত পুরস্কারে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না।

হজরত এমাম ইছলাম রাজ্যগুলির সুব্যবস্থা করিয়া কনষ্টান্টিনোপল অধিকারের জন্য ধাবিত হইবেন। তিনি বনু-ইছহাক সম্প্রদায়ের ৭০ সহস্র লোককে উক্ত শহর অধিকারের জন্য নিয়োজিত করিবেন, তাঁহারা আল্লাহো-আকবর শব্দ উচ্চারণ করিলে, সম্মুখে প্রাচীর খসিয়া পড়িবে। তখন তাঁহারা শহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রু সৈন্যদিগের নিপাত-সাধন করিবেন। তৎপরে তিনি দেশে সুবিচার ও শান্তি স্থাপনে মনোনিবেশ করিবেন। হজরত এমাম মাহদীর বয়য়ত হইতে এই সময় পর্য্যন্ত ছয় বৎসর গত হইবে, এমতাবস্থায় এই সংবাদ প্রচারিত হইবে যে, দাজ্জাল বাহির হইয়া তারব বংশের লোকদের উপর জাহাদ ও অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তিনি এই সংবাদ শ্রবণে প্রথমে ৯ জন লোককে ইহার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিবেন এবং নিজেও শামের দিকে রওয়ানা হইবেন। অনুসন্ধানে উক্ত সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কিছু দিবস পরে প্রকৃত-পক্ষে দাজ্জাল বাহির হইয়া পড়িবে। এমাম মাহ্‌দী দাজ্জালের দেমাশকের নিকট উপস্থিত হওয়ার সংবাদ শুনিয়া তথায় যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকিবেন. নামাজের আজানের পরে হজরত ইছা (আঃ) দুইজন ফেরেশতার স্কন্ধে টেক লাগাইয়া আছমান হইতে জামে-মসজিদের পূর্ব্ব মিনারায় নামিয়া আসিবেন।

পাঠক, মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ছাহেব আরবের, বরং দুনইয়ার বাদশাহ ছিলেন না, তিনি হজরতের বংশধর ছিলেন না, এমাম মাহদীর নাম মোহাম্মদ ও তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ হইবে, আর মির্জ্জা সাহেব মোগল বংশধর ছিলেন, ইহার নাম গোলাম আহমদ এবং ইহার পিতার নাম গোলাম মোরতাজা। এমাম মাহদী মদিনাবাসী হইবেন, লোকে মক্কা শরিফে তাঁহার নিকট বয়য়ত করিবেন, তাঁহার মস্তকের উপরিস্থ একখণ্ড মেঘ হইতে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করিয়া বলিবেন যে, ইনি খোদার খলিফা মাহদী,

ইহার তাবেদারি কর। মির্জ্জা সাহেব মক্কা ও মদিনায় গমণ করেন নাই, তিনি মদিনাবাসি নহেন। এমাম মাহদী তোৎলা হইবেন, কিন্তু মির্জ্জা সাহেব তোৎলা ছিলেন না। তাঁহার প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে তুরস্ক রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, মদিনা শরিফ বিরান (উৎসন্ন) প্রায় হইয়া যাইবে, খয়বর অবধি মুছলমানদিগের অধিকারভুক্ত থাকিবে, তাঁহার খেলাফত বিঘোষিত হইলে, শামদেশ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে দুই দল সৈন্য প্রেরিত হইবে, একদল যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যাইবে, অন্যদল 'বয়দা নামক স্থানে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। তিনি খ্রীষ্টানদিগের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবেন, শাম ও কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিবেন।

মির্জ্জা সাহেবের সময় এই সমস্ত কিছুই সংঘটীত হয় নাই, বরং তিনি জেহাদের ভয়ে আত্মহারা হইয়া কত কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম মাহদীর সময়ে বহু পৌত্তলিক, য়িহুদী ও খ্রীষ্টান মুছলমান হইয়া যাইবে এমন কি যেন দুনইয়া ইছলামে পূর্ণ হইয়া যাইবে। মির্জ্জা সাহেবের সময়ে অধিকাংশ বিধর্ম্মী ত মুছলমান হয় নাই, বরং তিনি নিজের সামান্য সংখ্যক জামায়াত ভিন্ন প্রায় ৪০ কোটী মুসলমানের উপর কাফেরি ফৎওয়া দিয়াছেন। এমাম মাহদীর সময়ে অর্থের এত আধিক্য হইবে যে, লোকে উহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে কষ্ট অনুভব করিবে, পক্ষান্তরে মির্জ্জা সাহেবের সময় অর্থের এত অভাব ছিল যে, তিনি অনবরত লোকের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেন, এমন কি অর্থশালী হইয়াও জাকাতের টাকা গ্রহণ করিতেন।

উপরোক্ত কারণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এমাম মাহদী প্রকাশিত হওয়ার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই আর এমাম মাহদীর একটী চিহ্নও মির্জ্জা সাহেবের মধ্যে পাওয়া যায় না, কাজেই তিনি এমাম মাহদী হইতে পারেন না। মির্জ্জা সাহেব যখন দেখিলেন যে, এমাম

মাহ্‌দীর চিহ্নগুলি তাহার মধ্যে নাই, তখন নিরাশ হইয়া এমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদিছগুলি জইফ ও বাতীল বলিয়া ফেলিলেন। তিনি ১৩০৮ হিজরির মুদ্রিত এজালাতোল আওহামের ২৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

لیکن محققین کے نزدیک مہدي کا أنا کوئي یقیني امر نہیں ہے *

"কিন্তু সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ বিদ্বানগণের মতে (এমাম) মাহদীর আগমন বিশ্বাসযোগ্য বিষয় নহে।"

তিনি আরও হকিকাতোল মাহদীর ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ان الاحاديث التى جاءت فى المهدي الغازي المحارب من نسل الفاطمة الزهراء كلها ضعيفة مجروحة بل اكثرها موضوعة و من قسم الافتراء و لاجل ذالك تركها الامام البخارى و المسلم و الامام الهمام صاحب الموطا *

"(হজরত) ফাতেমা জোহরার বংশধর গাজি যোদ্ধা মাহদীর সম্বন্ধে যে হাদিছগুলি আসিয়াছে, সমস্তই জইফ, দোষান্বিত, বরং উহার অধিকাংশ জাল, অমূলক, এই হেতু এমাম বোখারী, মোছলেম ও মাননীয় এমাম মোয়াত্তা প্রণেতা উক্ত হাদিছগুলি উল্লেখ করেন নাই।" পাঠক, এমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদিছগুলি জইফ কিম্বা বাতীল নহে, মির্জ্জাজী বাতীল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ অন্যায় দাবি করিয়াছেন।

কাজি সওকালি 'তওজিহ কেতাবে লিখিয়াছেন ,—

و جميع ما سبقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفي على من له فضل اطلاع فتقرر بجميع ما سبقناه فى هذا الجواب ان الاحاديث الواردة فى المهدي المنتظر متواترة *

আমি যে সমস্ত হাদিছ উল্লেখ করিয়াছি, উহা 'তওয়াতোর' (تواتر) এর দরজায় পৌঁছিয়াছে, যে ব্যক্তি অধিক অবগত হইয়াছেন তাহার পক্ষে অস্পষ্ট থাকিবে না। এই জওয়াবে যে সমস্ত হাদিছ উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মাহদী মোয়াজ্জের সম্বন্ধে যে হাদিছগুলি আসিয়াছে উহা এত অধিক যে, তৎসমস্ত মিথ্যা হওয়া অসম্ভব, ইহাকে 'মোতাওয়াতের' বলা হয়।" এইরূপ মোহাদ্দেছ প্রবর আল্লামা আবদুল হক দেহলবী আশেয়াতোল লামায়াতের ৪/৩৪২ পৃষ্ঠায় ও মোজাদ্দেদে আলফেছানি মকতুবাতে ২য় খণ্ডে (১৩২ পৃষ্ঠায়) উক্ত হাদিছগুলিকে মোতাওয়াতের বলিয়াছেন, আর মোতাওয়াতের হাদিছ অকাট্য সত্য হইয়া থাকে।

পাঠক, মির্জ্জা গোলাম আহমদ ছাহেব নিজে হাদিছ উল্লিখিত মাহদী হওয়া অসম্ভব ধারণা করিয়া যেরূপ উক্ত মোতাওয়াতের হাদিছগুলি জইফ ও অমূলক হওয়ার দাবি করিয়াছেন, সেইরূপ নেচারিদল 'মছিহ' এর আগমন সংক্রান্ত হাদিছগুলি ভ্রান্তিমূলক হওয়ার দাবি করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মির্জ্জা সাহেব নিজের 'মছিহ' হওয়া বাতীল হওয়ার ধারণায় উহার কিরূপ উত্তর দিয়াছেন, তাহা পাঠকদিগের গোচরীভূত করিতেছি।

তিনি এজালায় আওহামের দ্বিতীয় ভাগের ৩০৯।৩১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

বর্ত্তমানের নেচারিদল যাহাদের অন্তরে আল্লাহ ও রাছুলের কথার গুরুত্ব বাকি নাই, অমূলক ধারণা পেশ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, মরয়েমের পুত্র মছিহের যে হাদিছগুলি ছেহাহ (ছয়খণ্ড সহিহ হাদিছের) কেতাবে আছে তৎসমুদয় ভ্রান্তিমূলক, বোধ হয় তাহাদের কথার উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাবিকে অবজ্ঞা করিয়া বাতীল প্রতিপন্ন করা হইবে, কিন্তু তাহারা এত সংখ্যক মোতাওয়াতের হাদিছকে এনকার করিয়া নিজেদের ইমানকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছেন।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তওয়াতোর অন্যান্য জাতির ইতিহাসে পাওয়া গেলে আমাদিগকে উহা মান্য করিয়া লইতে হয়। রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দুদের মানিত লোকদিগের কথা 'তাওয়াতোর' ভাবে ইতিহাস পুস্তকাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগকে তাহাদের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হইতেছে, আমরা এইরূপ বলিতে পারিনা যে, রাজা রামচন্দ্র ও রাজা কৃষ্ণ কতকগুলি অমূলক নাম। এখন বুঝিতে হইবে যে, যদিও এজমালি ভাবে কোরআন সমধিকপূর্ণ কেতাব, কিন্তু দীনের অধিক পরিমাণ। এবাদত ইত্যাদির বিস্তারিত নিয়ম আমরা হাদিছ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। যদি আমরা সমস্ত হাদিছকে অগ্রাহ্য ধারণা করি, তবে হজরত নবি (ছাঃ) এর চারি খলিফার অস্তিত্ব ও ছাহাবা হওয়া প্রমাণ কষ্টকর হইবে, কেননা কোর-আন শরিফে তাঁহাদের নাম নাই। সমস্ত হাদিছকে অগ্রাহ্য ধারণা করা, মোতাওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে যাহা ছাহাবা, তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীদিগের সময়েই সমস্ত ইছলাম রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সর্ব্ববাদিসম্মত মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল জাল হাদিছগুলির মধ্যে দাখিল করা নিতান্ত দুরাদৃষ্ট ও ভ্রম হইবে। ইহা অব্যক্ত নহে যে, মছিহ বেনে মরয়েমের আগমণ সূচক ভবিষ্যদ্বাণী প্রথম শ্রেণীর ভবিষ্যদ্বাণী, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।—এত প্রমাণকে অগ্রাহ্য করা এবং সমস্ত হাদিছকে জাল বলা উহাদের কার্য্য—যাহাদিগকে খোদা দীন ও সত্য বুঝিবার একটু জ্ঞান প্রদান করেন নাই। এক্ষণে আমরা কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের পীর মির্জ্জা ছাহেব মাহদী সংক্রান্ত মোতাওয়াতের হাদিছগুলিকে জাল বলিয়াছেন, তাহার দীন ও সত্যপ্রাপ্তির জ্ঞান আছে কি? এমাম মাহদীর মোতাওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী ছাহাবা, তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়িদিগের সময়েই সমস্ত ইছলাম রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের সর্ব্ববাদিসম্মত মত বলিয়া গৃহীত

হইয়াছে, নচেৎ নানা দেশে নানা সময়ে মাহদী হওয়ার দাবিদার-গণের সৃষ্টী হইত না, মির্জ্জা সাহেব এইরূপ ভবিষ্যদ্বানীকে জাল দাবি করিয়া ভ্রান্তি ও ত্বরাদৃষ্টীর নিম্নস্তরে উপস্থিত হইয়াছেন কিনা? মির্জ্জা ছাহেব দাবি করিয়াছেন যে, মাহদী সংক্রান্ত হাদিছগুলি ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে নাই, এই হেতু তৎসমস্ত জইফ কিম্বা জাল, ইহা তাঁহার বাতীল দাবি।

মোকাদ্দমায় শেখ আবদুল হক, ৭ পৃষ্ঠা :—

ا لاحاديث الصحيحة لم تنحصر فى صحيحي البخاري و مسلم و لم يستوعبا الصحاح كلها بل هما منحصران فى الصحاح قال البخاري ما اوردت فى كتابى هذا الا ماصح و لقد تركت كثيرا من الصحاح و قال مسلم الذي اوردت فى هذا الكتاب من الاحاديث صحيح ولا اقول ان ما تركت ضعيف *

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ছহিহ হাদিছগুলির একমাত্র তুলাদণ্ড নহে এবং উভয়ে যাবতীয় ছহিহ হাদিছ লিপিবদ্ধ করেন নাই, বরং উভয় কেতাবে সহিহ সহিহ হাদিছ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বোখারি বলিয়াছেন, আমি আমার এই কেতাবে সহিহ হাদিছ ব্যতীত উল্লেখ করি নাই। নিশ্চয় আমি বহু ছহিহ হাদিছ লিপিবদ্ধ করি নাই। মোছলেম বলিয়াছেন, আমি এই কেতাবে যে হাদিছগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎসমস্ত সহিহ, আমি ইহা বলি না যে, যে হাদিছ আমি ত্যাগ করিয়াছি, উহা জইফ।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে কোন হাদিছ না থাকিলে, উহা যে জইফ কিম্বা জাল হইবে, মির্জ্জা সাহেবের এই দাবি একেবারে বাতীল। আবু দাউদ, তেরমেজি, এবনো-মাজা সেহাহ ছেত্তার অন্তর্গত, এই সমস্ত হাদিছের কেতাবে ছহিহ ছনদে উক্ত হাদিছগুলি বর্ণিত আছে, কাজেই তৎ-সমুদয় যে ছহিহ হাদিছ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই মির্জ্জা ছাহেব

নামাজ, রোজা ইত্যাদি এবং এবাদত সংক্রান্ত সহস্র মছলার উপর আমল করিয়া থাকেন, যে সমস্তের প্রমাণ সহিহ বোখারী ও মোছলেমে নাই, বরং অন্যান্য হাদিছের কেতাবে আছে, তিনি তৎসমস্ত জাল বলিয়া ত্যাগ করেন নাই কেন? তিনি নামাজে নাভির নীচে হাত বাঁধিতেন, ইহা বোখারী ও মোসলেমে আছে কি?

মেশকাত, ৪৮০ পৃষ্ঠা :—

و فی روایة لهما قال کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و اما مکم منکم

বোখারী ও মোছলেমের রেওয়াএতে আছে, 'হজরত বলিয়াছেন, যে সময় তোমাদের মধ্যে এবনো-মরয়েম নাজিল হইবেন, অথচ তোমাদের এমাম তোমাদের মধ্য হইতে হইবে, সেই সময় তোমাদের অবস্থা কিরূপ হইবে? এই হাদিছে বুঝা যায় যে, শেষ যুগে যখন হজরত ইছা (আঃ) আছমান হইতে নাজিল হইবেন, তখন আরবের বংশধর কেহ এমাম হইবেন। ইহাই হাদিছের প্রকৃত অর্থ, কারণ সহিহ মোসলেমের নিম্নোক্ত হাদিছে এই অর্থ সমর্থিত হয়।

মেশকাত, ৪৮০ পৃষ্ঠা :—

قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیمة قال فینزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة الله هذه الامة رواه مسلم *

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক সর্ব্বদা কেয়ামত পর্য্যন্ত সত্যের উপর থাকিয়া প্রবল-পরাক্রান্ত ভাবে জেহাদ করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় মরয়েমের পুত্র ইছা (আছমান হইতে) নাজিল হইবেন, ইহাতে উক্ত জেহাদকারিদলের আমির

বলিবেন, আমাদের জন্য নামাজ পড়ান। তৎশ্রবণে তিনি বলিবেন, না, আল্লাহ এই উম্মতের যে গৌরব সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তোমাদের কতক অন্যদের আমির হইবেন। মোসলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

এই হাদিছে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ছহিহ বোখারির রেওয়া-এতের অর্থ এই যে, হজরত ইছা (আঃ) এর নাজিল হওয়ার সময় এই উম্মতের মোজাহেদ আমির নামাজের এমাম হইবেন।

ফৎহোল-বারি, ৬।৩১৭ পৃষ্ঠা :—

عند احمد و اذا هم بعيسى فيقال تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم اما مكم فليصل بكم

"আহমদের রেওয়াএতে আছে, হঠাৎ তাঁহারা (হজরত) ইছা (আঃ)কে দেখিতে পাইবেন, ইহাতে বলা হইবে, হে রুহুল্লাহ অগ্রে যান, তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, তোমাদের এমাম অগ্রে গমণ করিয়া তোমাদের নামাজ পড়াইবেন।" এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, সেই এমাম ও আমির কে হইবেন?

কাঞ্জোল ওম্মাল, ১৯৪৯ পৃষ্ঠা :—

قال النبى صعلم منا الذي يصلى عيسى بن مريم خلفه

"নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির পশ্চাতে ইছা বেনে মরয়েম নামাজ পড়িবেন তিনি আমার আহলে-বয়েত হইবেন।"

আবুনইম উল্লেখ করিয়াছেন :—

فاذا بعيسى ابن مريم و يقام الصلوة فيرجع امام المسلمين المهدي فيقول عيسى عليه السلام تقدم فلك اقيمت الصلوة فيصلى بهم تلك الصلوة *

"হঠাৎ তাহারা ইছা বেনে মরয়েমকে দেখিতে পাইবেন, অথচ নামাজের একামত দেওয়া হইতেছিল, ইহাতে মুসলমানগণের এমাম

মাহদী পশ্চাতে হটীয়া আসিবেন। তখন ইছা (আঃ) বলিবেন, আপনি অগ্রে যান, আপনার জন্য নামাজের একামত দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে আপনি তাহাদের সহিত উক্ত নামাজ পড়িবেন।"

এবনে-আবিশায়বা রেওয়াএত করিয়াছেন :—

المهدي من هذه الامة و هو الذي يؤم عيسى ابن مريم عليه السلام *

"মাহদী এই উম্মতের মধ্যে হইবেন, তিনিই ইসা বেনে মরয়েমের এমামত করিবেন।" পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সহিহ বোখারী ও মোসলেমের হাদিছে এমাম ও আমির বলিয়া হজরত এমাম মাহদীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। মির্জ্জা সাহেব শাহাদাতোল কোর-আনের ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

صحيح بخاری کي وه حديثين جنمين أخري زمانه مين بعض خليفون کی نسبت خبردي گئی هے خاصکر وه خليفه جسکی نسبت بخاری مين لکها هے که آسمان سے اسکے لئے آواز آئيگي که هذا خليفة الله المهدي *

"সহিহ বোখারীর যে হাদিছগুলিতে শেষ জামানার কতক খলিফার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, বিশেষতঃ যে খলিফার সম্বন্ধে বোখারিতে লিখিত আছে, আসমান হইতে তাঁহার জন্য শব্দ হইবে যে, ইনিই আল্লাহ তায়ালার খলিফা। এক্ষণে আমরা কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের পীর মোরশেদ মির্জ্জা সাহেব ২য় খণ্ড এজলাতোল-আওহামের ২৬৬।১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমাম মাহদী সংক্রান্ত যাবতীয় হাদিছ জইফ এবং বাতীল। আবার তিনি শাহাদাতোল কোর-আনের ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমাম মাহদীর কথা ছহিহ বোখারীতে আছে। এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ কথাটী সত্য?

মির্জ্জা সাহেব জমিমায় নজুলোল-মসিহ কেতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

حدیث میں صریح ذکر ہے کہ اس زمانہ میں جب
مہدی پیدا ہوگا قمر کا خسوف اس کی پہلی رات میں
ہوگا اور سورج کا خسوف اس کے بیچ کے دن میں ہوگا *

"হাদিছে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, উক্ত জামানায় যখন মাহদী পয়দা হইবেন, চন্দ্রগ্রহণ উহার প্রথম রাত্রিতে এবং সূর্য্যগ্রহণ উহার মধ্যম দিবসে হইবে।"

আরও তিনি নজুলোল-মছিহ কেতাবের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

آسمان نے رمضان کے کسوف خسوف سے گواہی دی
اور یہ گواہی نہ صرف سنیوں کی دارقطنی میں درج
ہے بلکہ شیعوں کی کتاب اکمال الدین نے بھی جو
نہایت معتبر سمجھی جاتی ہے یہی حدیث کسوف
و خسوف کی مہدی موعود کی علامت لکھی ہے مگر
پھر بھی ان لوگوں نے صریح بے ایمانی سے اس حدیث
کو بھی رد کردیا ۔ کیا باوجود اتفاق دو فرقوں کے پھر
بھی یہ حدیث صحیح نہیں ؟

"আসমান রমজান মাসের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, এই সাক্ষ্য না কেবল সুন্নিদিগের দারকুৎনি কেতাবে লিখিত আছে, বরং শিয়াদের নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্য একমালেদ্দীন কেতাবেও প্রতিশ্রুত মাহদীর লক্ষণ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ সংক্রান্ত হাদিছ লিখিত আছে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও লোকেরা স্পষ্ট বেইমানি বশতঃ এই হাদিসটী রদ করিয়াছে, উভয় দলের একতা সত্ত্বেও এই হাদিসটী সহি নহে কি ?" এক্ষণে আমরা কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা

করি, আমাদের গুরু মির্জ্জা সাহেব নিজেই লিখিয়াছেন যে, মাহদী সংক্রান্ত কোন হাদিস সহিহ নহে, আবার এই হাদিসটী সহিহ হইল কিরূপে ? সহিহ্ বোখারী ও মোসলেমে কোন হাদিস না থাকিলে উহা তাহার মতে সহিহ হয় না, কাজেই এই হাদিসটী এই হিসাবে ছহিহ হইবে কিরূপে ? মির্জ্জাজীর দাবী অনুসারে এই হাদিসটী রদ হইয়া যায়, কাজেই তিনি বেইমান হইবেন কিনা ? মূল কথা যদি মাহদী সংক্রান্ত হাদিস বাতীল হয়, তবে মির্জ্জাজীর মাহদী দাবী করা বাতীল দাবি হইবে। আর যদি সহিহ হয়, তবে হাদিস উল্লিখিত মাহদীর লক্ষণ গুলি তাঁহার মধ্যে না থাকায় তিনি মাহদী দাবি করিতে পারেন না।

মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল-আওহামের ২।২৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

کیا وہ خدایتعالی کی طرف سے ھدایت پاکر نہین آیا - ابن ماجہ و حاکم نے بھی اپنی صحیح مین لکھا ھے لا مهدي الا عیسی یعنی بجز عیسی کے اس وقت کوئی مهدي نہ ھوگا *

"মসিহ, কি খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে হেদায়েত প্রাপ্ত নহেন ? এবনো-মাজা ও হাকেম নিজ সহিহ কেতাবে লিখিয়াছেন, ইছা ব্যতীত সেই সময় কেহ মাহদী (হেদায়েতপ্রাপ্ত) হইবে না।" পাঠক মির্জ্জা সাহেব এস্থলে মাহদী শব্দের অভিধানিক অর্থ 'হেদায়েতপ্রাপ্ত' গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে এইরূপ বিকৃত অর্থ হয়, সেই সময় ইছা ব্যতীত অন্য কেহ হেদাএত প্রাপ্ত হইবে না, কিন্তু ইহা একেবারে বাতীল অর্থ। দ্বিতীয় এবনো-মাজার হাদিসটী জইফ, ইহা এমাম সাইউতি 'মেছবাহোজ-জোজাজা' কেতাবে বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ইহার প্রথম রাবি ইউনোস বেনে আবদুল আ'লা, দ্বিতীয় রাবি এমাম শাফেয়ি, তৃতীয় রাবি মোহাম্মদ বেনে খালেদ, চতুর্থ রাবি আবান বেনে ছালেহ, পঞ্চম রাবি হাছান, কিন্তু

ইউনোছ উহা এমাম শাফেয়িয়র নিকট শ্রবণ করেন নাই, মোহাম্মদ বেনে খালেদ জইফ ও অপরিচিত ব্যক্তি। আবান বেনে ছালেহ, হাসানের নিকট কোন হাদিস শ্রবণ করে নাই। আবুল হাছান এমাম শাফিয়্যির সহিত স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলেন, ইউনুছ আমা হইতে মাহদী সংক্রান্ত যে হাদিস রেওয়াএত করিয়াছেন, উহা মিথ্যা। মূল কথা এই যে, মোহাদ্দেছগণের নিকট উপরোক্ত হাদিছটী ছহিহ নহে। মির্জ্জা সাহেব নিজেই এজালাতোল আওহামের ২।২৯৩ পৃষ্ঠায় ও হকিকাতোল মাহদীর ২০ পৃষ্টায় লিখিয়াছেন যে, মাহদী সংক্রান্ত হাদিছগুলি জইফ, এই হেতু এমাম বোখারী ও মোসলেম তৎসমস্ত বর্ণনা করেন নাই। এই হিসাবে এই হাদিসটি বাতীল হইবে।

মির্জ্জা সাহেব যে এবনো-মাজা হইতে উক্ত হাদিসটী বর্ণনা করিয়াছেন, উক্ত কেতাবে নিম্নোক্ত হাদিসটী উল্লিখিত আছে :—

قال امامهم رجل صالح فبينما امامهم قد تقدم يصلى لهم الصبح اذنزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح فرجع ذلك الامام يمشى القهقري ليتقدم عيسى يصلى فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فانما لك اقيمت فيصلى بهم امامهم *

"হজরত বলিলেন, তাহাদের (দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারিদের) এমাম (অগ্রণী) একজন নেককার ব্যক্তি হইবেন, উক্ত এমাম ফজরের সময় তাহাদের জন্য নামাজ পড়িতে অগ্রসর হইবেন, এমতাবস্থায় উক্ত সময়ে তাহাদের নিকট ইছা বেনে মরয়ম নাজিল হইবেন, ইহাতে উক্ত এমাম পশ্চাতের দিকে হটীয়া আসিবেন যেন (হজরত) ইছা (আঃ) অগ্রগামী হইয়া নামাজ পড়েন। তখন (হজরত) ইছা (আঃ) দুই স্কন্ধের মধ্যে হস্ত স্থাপন করিয়া তাঁহাকে বলিবেন,

আপনি অগ্রসর হইয়া নামাজ পড়ুন, কেননা এই নামাজটী আপনার (এমামতের) জন্য একামত করা হইয়াছে, কাজেই তিনি তাহাদের নামাজ পড়াইবেন।" এবনো-মাজার এই সহিহ হাদিসে যে নেক এমামের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহা হজরত মাহদী, ইহা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে, ইহাতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, এমাম মাহদী ও হজরত ইছা (আঃ) পৃথক পৃথক ব্যক্তি। আরও হজরত নবি (সাঃ) ইছা (আঃ) এর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি মরয়েমের পুত্র, রুহোল্লাহ ও নবি হইবেন এবং আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন। আর হজরত মাহদীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি হজরত ফাতেমার বংশধর হইবেন। আরও তিনি উভয়ের পৃথক পৃথক 'হুলইয়া' বর্ণনা বলিয়াছেন, কাজেই উভয় এক হইবেন কিরূপে ?

ফৎহোল-বারি, ৬।৩১৭ পৃষ্ঠা :—

قال ابو الحسن فى مناقب الشافعي تواترت الاخبار
بان المهدي من هذه الامة و ان عيسى يصلى خلفه ذكر
ذلك ردا للحديث الذي اخرجه ابن ماجة عن انس و
فيه لا مهدي الا عيسى *

"আবুল হাসান 'মানাকেবে-শাফেয়ী' কেতাবে এবনো-মাজা উল্লিখিত মাহদী ও ইছা এক হওয়া সংক্রান্ত হাদিসের প্রতিবাদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাহদী এই উম্মতভুক্ত হইবেন এবং (হজরত) ইছা (আঃ) তাঁহার পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন।" এই সম্বন্ধে বহু হাদিস উল্লিখিত হইয়াছে, যাহা মোতাওয়াতের নামে অভিহিত হইয়াছে।"

আশেয়া'তোল্লামায়াত, ৪।৩৪২ পৃষ্ঠা :—

بدانكه احاديث درباب بودن مهدي از اولاد فاطمه
زهرا بحد تواتر رسيده *

তুমি জানিয়া রাখ, মাহদী যে ফাতেমার বংশধর হইবেন, তৎসংক্রান্ত হাদিছগুলি এত অধিক পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাহা মোতাওয়াতের নামে অভিহিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক মোতাওয়াতের হাদিসের বিরুদ্ধে এবনো-মাজা উল্লিখিত হাদিছটি ছহিহ হইতে পারে না। আরও যদি আমরা উল্লিখিত হাদিছটী ছহিহ বলিয়া ধরিয়া লই, তবে বলি, হাদিছটীর মর্ম্ম অন্যরূপ হইবে। ২১ নম্বর হাদিছের অর্থ এই যে, বয়তুল-মোকাদ্দেসের উন্নতির সময় মদিনা শরিফের উৎসন্ন হওয়ার সূচনা হইবে, মদিনা শরিফের উৎসন্ন হওয়ার জমানায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সূত্রপাত হইবে, ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সময় কনষ্টান্টিনোপলের জয় করার সূচনা হইবে, কনষ্টান্টিনোপল জয় করার জামানায় দাজ্জালের বাহির হওয়ার সূচনা হইবে। অর্থাৎ উপরোক্ত ঘটনাগুলির জামানা নিকট নিকট হইবে, এইরূপ এবনো-মাজার হাদিসের অর্থ এইরূপ হইবে, মাহদীর জামানা ও ইছার জামানা একই হইবে।

মূল মন্তব্য, হাদিস শরিফ, তরিকত তত্ত্ববিদ্ ও কাশফ শক্তি সম্পন্ন পীরগণ ও মোহাদ্দেছগণের দ্বারা এমাম মাহদী হওয়ার যে চিহ্নগুলি উল্লিখিত হইয়াছে, পাঞ্জাবের মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি সাহেবের মধ্যে তাহার একটী চিহ্ন পাওয়া যায় না, এই হেতু তিনি কিছুতেই মাহদী হইতে পারেন না।

সমাপ্ত